অলোক সভা।

"দেবলা" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

মৌলবী ওসমান আলী বি, এল,

কর্ত্তৃক বিরচিত।

মেদিনীপুর

মুন্‌শী শেখ খয়রাত আলী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৯০৪

মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

Calcutta.

Printed by S. C. Chakravarti at the
KALIKA PRESS
17, Nundo Coomar Chowdhury's 2nd Lane.

উৎসর্গ পত্র।

এই পুস্তক

কাব্যপ্রিয় সাহিত্যানুরাগী

মোস্‌লেম ভ্রাতাগণের

করকমলে

অর্পণ করিলাম।

পূর্ব্বাভাষ।

বৈশাখ মাস। গ্রীষ্মকাল। একদিন প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া দেখি চঞ্চল পবন সঞ্চালিত হইতেছে না, বৃক্ষ-লতার পত্রটি পর্য্যন্ত নড়িতেছে না। বিহঙ্গেরা কূজন করিতেছে কিন্তু তাহা নীরস বোধ হইতেছে; বায়সের কা-কা রব অত্যন্ত কর্কশ লাগিতেছে। পিকবর কুহু কুহু করিতেছে, কিন্তু শ্রবণ বিমোহিত হইতেছে না। কুসুমকুল বিকসিত হইয়াছে, কিন্তু সৌরভ বিতরিত হইতেছে না। অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম।

দিনমণি উদিত হইলেন; সরোবরে কমলকুল হাসিয়া আকুল হইল; আমার আর হাসি আসিল না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম কিঞ্চিৎ বেলা বৃদ্ধি হইলে যন্ত্রণার অবসান হইবে, সুতরাং বেলা বৃদ্ধির প্রতীক্ষায় রহিলাম। বেলা বৃদ্ধিও হইল, পবন সঞ্চালিত হইল, কুসুম-সৌরভ বিতরিত হইল, কিন্তু তখন দিবাকরের কর-প্রাখর্য্য-নিবন্ধন কিছুই ভাল লাগিল না। ক্রমে যতই বেলা হইতে লাগিল, সূর্য্যের তেজ ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহার বিশ্বদাহিনী মূর্ত্তি ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল, তৎসঙ্গে পিপাসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জলপান করিলাম, তৃষ্ণা নিবারণ হইল না, উদর যেন পূর্ণ হইল তবু পিপাসা মিটিল না। শরীর হইতে দরদর ধারে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতে লাগিল, প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল।

মধ্যাহ্ন আসিল। সূর্য্য অগ্নিবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধরণী উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। পশুগণ রৌদ্রের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ চিন্তামগ্ন হইল। শারমেয়দল সুদীর্ঘ রসনা বিস্তার করিয়া হাঁপাইতে লাগিল। গাভী ছাগ প্রভৃতি রোমন্থনে প্রবৃত্ত হইল। বৃক্ষলতা প্রকৃতির এরূপ দশা দেখিয়া অনন্ত ধ্যানে নিরত হইল। এ সময় পবন অগ্নিশিখা তুল্য প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। গৃহাভ্যন্তরে শয়ন করিতে গেলাম, নিদ্রা আসিল না। ভয়ঙ্কর গাত্রজ্বালা হইতে লাগিল। অলস ও অবশের ন্যায় চুপ করিয়া পড়িয়া রহিতে চাহিলাম, তাহাও পারিলাম না। বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলাম।

ক্রমে সূর্য্য পশ্চিম গগনে গমন করিল। অল্প অল্প মেঘ দেখা যাইতে লাগিল, ভাবিলাম যাতনার অবসান হইবে। দেখিতে দেখিতে মেঘ বিস্তৃত হইল, বিদ্যুৎ ঝল্‌সিল, বজ্রনিনাদ হইল, কিন্তু বারিপাত হইল না। সামান্য বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পতন হইয়া প্রবল পবন-বেগে মেঘজাল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। বিষম ব্যাপার! হিতে বিপরীত হইল। উত্তাপ আরো বৃদ্ধি পাইল। প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।

অতঃপর সূর্য্য অস্ত গেল। মনে করিলাম রাত্রিতে যন্ত্রণার উপশম হইবে। হা কপাল! বাতাস আর বহে না, প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। সময় বধির, কাহারও কথায় কর্ণপাত করে না। রাত্রি অধিক হইলে শয়ন করিতে গেলাম, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। এ দিকে মশকের উৎপাত, আবার মৎকুনেরা (ছারপোকারা) জ্বালাতন করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে একটুও সুখ বা আরাম পাইলাম না।

মনে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। চিন্তার্ণবে সন্তরণ দিতে লাগিলাম। কতক্ষণ পরে, এবং আমার অজ্ঞাতসারে নিদ্রা ধীরি ধীরি আসিয়া আমার চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিয়া ফেলিল। অনন্তর আমি যাহা দর্শন করিলাম তাহা অপূর্ব্ব ও অলৌকিক. এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহারই কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, অবশ্য কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় পাঠকের বিবেচ্য।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত মিহির ও সুধাকর পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মুন্‌শী আবদুর রহিম সাহেব আমাকে উৎসাহিত করেন, মৌলবী মতীয়র রহমান সাহেব যত্নপূর্ব্বক ইহার স্থানে স্থানে ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন এবং মুন্‌শী মোহাম্মদ আসাদ আলী সাহেব ইহার মুদ্রাঙ্কনাদি কার্য্যে বিস্তর শ্রমস্বীকার ও সহায়তা করেন, এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। ইতি—

ণিকগঞ্জ
ইং ১৯০৪।

গ্রন্থকারস্য

অলোক-সভা।

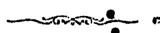
প্রথম অঙ্ক

অবসান হ'ল শীত ; এবে ঋতুরাজ
আইল অবনী'পরে পরি' নবসাজ ;
তৃণহীন মরুসম যত ক্ষেত্র ছিল
নবদূর্ব্বাদলে অতি সুন্দর শোভিল ;
নবতৃণ হেরি পশু বিচরণ আশে
ধাইছে গোঠের পানে মনের উল্লাসে
শীতে যাহা বোধ হ'ত শুষ্ক তরু সম,
নবীন পল্লবে এবে শোভে অনুপম।
মনোহর সজ্জা দিল নবীন মুকুল,
চম্পক, গোলাপ, বেল বিকসিল ফুল।
আমোদিল দিক্‌চয় কুসুম-সৌরভে,
মধুলোভে ধায় অলি গুণ্ গুণ্ রবে।

উত্তরে শিশির-বায়ু আর নাহি বয়,
পরশে কম্পিত অঙ্গ আর নাহি হয়।
সৌরভের ডালি শিরে সমীর মলয়,
মন্দ মন্দ বহে যেন ক্লান্ত অতিশয়।
বিতরি' সৌরভ-রেণু হর্ষে দ্বারে দ্বার,
বসন্তের আগমন করিছে প্রচার।
মুঞ্জরিত সহকার শাখায় বসিয়া,
কুহরে কোকিলবধূ থাকিয়া থাকিয়া;
নাজানি কি দিয়ে বিধি কোকিল কূজন,
সৃজিল অমিয় হেন শ্রবণ-মোহন।
আনন্দে খেচরকুল সুন্দর কুলায়
রচিতে নিবিষ্ট চিত্ত হইল ত্বরায়।
নিশীথে শশাঙ্ক-শোভা, তারকানিকর,
দিবসে সুখদ কিবা দিবাকর-কর।
নিরখি' ভবের শোভা বসন্ত সময়,
মানসে কাহার নাহি হর্ষ উপজয়?
সমাগত মধুমাস, তেঁই নরগণ,
হেরিয়া ভবের শোভা পুলকিত মন।
রোষ ভরে দিনকরে গালি বরিষণ,
এখন করিতে আর না হয় তেমন।
দন্তহীন হইয়াছে সলিল এখন,
পরশিলে করে আর করেনা দংশন।

আনন্দ-প্রবাহ বেগে ছুটিল অন্তরে,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ ভাসে সুখ-সরে।
বসন্ত সময় খলু প্রকৃতির শোভা,
নিরখি জুড়ায় আঁখি অতি মনোলোভা।
ধন্য সেই দেশ যথা তুমি ঋতুরাজ,
সমভাবে চিরদিন করিছ বিরাজ।
হেন ইচ্ছা করে তথা করি গিয়ে বাস,
ভাসি' সদা সুখ-নীরে অন্তরে উল্লাস।

দ্বিতীয় অঙ্ক



অন্তরে বিষাদ অতি, সভাগৃহে দিনপতি
কনকমণ্ডিত সিংহাসনে দিলা বার;
সভ্যগণ, মন্ত্রীবর জুড়ি' সবে দুই কর;
দিবাকর-মুখপানে চাহে বার বার।
অধোমুখে কতক্ষণ চিন্তি' কিবা মনে মন,
প্রকাশি' কহিলা রবি সভাসদ্‌গণে;
"শুন সভাজন সবে, মনোভাব প্রকাশিবে,
বাসনা পূরণ মম হইবে কেমনে।

মহাজ্ঞানী গুণীজনে গুরুতর কার্য্য সংসাধনে
অন্যের যুকতি বিনা কার্য্য নাহি করে,
তেঁই বলি তোমা প্রতি, দেহ মোরে সুযুকতি,
নির্ভয় হৃদয়ে যাহে মনোবাঞ্ছা পূরে।”
বলি রবি নীরবিলা, মন্ত্রীবর দাঁড়াইলা
কহিতে লাগিলা সূর্য্যে মধুর বচন,——
“দিনকর দিনমণি, কি তব বাসনা শুনি,
তাহ'লে অবশ্য মোরা করিব পূরণ।
সন্তান জনক পাশে, কোন দ্রব্য অভিলাষে,
সহাস্য বয়ানে যদি করে আগমন,
এ নিখিল বিশ্বমাঝে, কেবা হেন পিতা আছে,
ত্বরায় বাসনা তার না করে পূরণ?
অথবা সুহৃদবরে প্রিয়বস্তু লাভ তরে
যদি কোন মিত্র আসি বাসনা জানায়,
প্রকৃত সুহৃৎ হলে, কলে বলে বা কৌশলে,
নিশ্চয় প্রয়াস পাবে পূরাইতে তায়।
এই করিনু শপথ, মোরা তব মনোরথ,
পূরাইব যতদিন বহিবে নিশ্বাস,
বারেক করিয়া পণ, ভঙ্গ করে যেই জন,
মরণ মঙ্গল তার জীবনে কি আশ।”
নীরবিলা মহামতি, পবন চঞ্চলমতি,
দম্ভ করি করপুটে কহিলা ভাস্করে,—

"সখে জগত-লোচন, কি কাজ করিয়া পণ,
ত্যজিনু জীবন-মায়া তব হিত তরে।
হেন মম মনে লয়, যা'র হৃদে মৃত্যুভয়,
চির বিরাজিত, করে সেজন শপথ ;
অথবা অন্তর যা'র কপট, বিহীন সার,
অন্তঃসারহীন জীর্ণ কুষ্মাণ্ডের মত।
বালকেরা করে পণ, ভাঙ্গে গড়ে অনুক্ষণ,
বঞ্চক প্রতিজ্ঞা-পাশ না করে গণন।
মোরা ইহাদের মত নহি কভু অবনত,
প্রতিজ্ঞায় আমাদের নাহি প্রয়োজন।
সখ্যতা-প্রণয়-ডোরে আবদ্ধ রয়েছি জোরে
এইত প্রতিজ্ঞা আর কি চাহ অধিক ?
বন্ধুসুখে হব সুখী, বন্ধুদুঃখে রব দুঃখী,
অপমানে কষ্ট মনে পাব সমধিক।
ধন্য পরাক্রম তার, জীবন সার্থক আর
আত্মনাশে করে যেই বন্ধু উপকার ;
কি ফল প্রতিজ্ঞা করি' এস সবে ত্বরা করি',
পূরাইব মনোরথ বন্ধুর আমার।"
শুনি পবনের বাণী, ধন্য ধন্য সবে মানি,
প্রশংসিল মুক্তকণ্ঠে সভাস্থ সবাই,
লক্ষ্য করি দিনকরে উত্তরিলা সমস্বরে
যা' বলে পবন মোরা পালিব সবাই।

তৃতীয় অঙ্ক।

দিনপতি তবে চাহি চারিভিতে
কহিতে লাগিলা হরষিত চিতে,—
"যথার্থ সুহৃৎ তোমরা আমার
হেন মিত্র হায় খুঁজে মেলা ভার
ত্রিভুবন মাঝে যেখানে যাই।

ভাগীরথি যথা স্রোতস্বতী মাঝে,
পৌর্ণমাসী নিশা বিভাবরী মাঝে,
জলনিধি মাঝে প্রশান্ত অতল,
মহীধর মাঝে যথা হিমাচল,
তুষার মণ্ডিত শির সদাই।

ঋতুকুল মাঝে যথা ঋতুরাজ,
চতুষ্পদ মাঝে যথা মৃগরাজ,
বন্ধু নামে যারা বিশ্বে লভে খ্যাতি
তাঁহাদের মাঝে তোমরা তেমতি,
মনের বাসনা পূরিবে মম।

তোমাদের লভি ভাগ্যবান আমি,
কি আর বলিব জানে অন্তর্যামী,
বৃথা কালক্ষেপ বিহিত না হয়,
প্রতিহিংসানলে দহিছে হৃদয়,
শুনহ সকলে কাহিনী মম।

সৃষ্ট জীব মাঝে মানবের প্রায়,
অকৃতজ্ঞ হেন দেখা নাহি যায়,
যে করে তাহার সদা উপকার,
গালি দেয় তীব্র নিন্দা করে তার,
বিহিত বিধান করিতে হবে।

বিভুর নিদেশ জান ত সকলে,
পালন করিছ নিত্য প্রতি পলে,
আমি আজ্ঞা তাঁর পালন কারণ
বিশ্বে নানা ঠাঁই করি পর্য্যটন,
আলোক প্রদান করিতে সবে।

কখন উত্তর, কখন দক্ষিণে,
করি আবর্ত্তন আপন অয়নে,
দক্ষিণ অয়নে শীতে যবে গতি,
কিরণ আমার ক্ষীণ হয় অতি,
কৃষ্ণপক্ষে যথা চন্দ্রিমা হায়!

তেঁই নাকি কষ্ট সহে নরকুল,
(অল্প মাত্র কষ্টে হায়রে আকুল !)
নাহি জানে তারা চক্রের মতন,
সুখ দুঃখ সদা করে আবর্ত্তন,
সুখ ভোগ তেঁই নিয়ত চায় ।

রয়েছে প্রবাদ জগত সকাশে,
একাকী বিপদ কভু নাহি আসে,
প্রাতঃকালে তেঁই কুহেলিকা ঘন
ঘটায় জঞ্জাল আবরি গগন,
ক্ষীণতর হয় কিরণ মম ।

ইথে নর আরো জ্বলে ক্রোধানলে,
রিপুকুল দাস হায়রে সকলে !
বরষার ঘন বারিধারা প্রায়,
গালি বরিষণ করেরে আমায়,
বিষাদে দহিছে অন্তর মম ।

এই ত আমার গুরু অপরাধ,
(যদ্যপি ইহারে বল অপরাধ)
এই হেতু নর রোষ করে কত,
অকথ্য ভাষায় গালি দেয় শত,
ঘোষে অপবাদ কি কব তার

সহেছি বিস্তর কিন্তু এইবার,
দেখিব তাদের কত অহঙ্কার,
বিনা অপরাধে দেয় অপবাদ,
এবার ভীষণ ঘটাব প্রমাদ,
জানে নাকি তারা তেজঃ আমার?

কেন ধরি নাম সহস্রকিরণ?
তপন আখ্যান ধরি কি কারণ?
কেহ যদি মম করে অপকার
নাহি পারি দিতে প্রতিফল তার?
ধিক্ শত ধিক্ জীবনে মম।

পতঙ্গ মারিলে লাথি শকুনিরে,
বৃথা নিন্দে যদি শৃগাল সিংহীরে,
মত্ত করি সহ ভেকে করে রণ,
এদের জীবন রহে কতক্ষণ?
মুহূর্ত্তে বিলয় বুদ্বুদ সম।

বিস্তারি এখনি সহস্র কিরণ,
ভস্মে মিশাইব নিখিল ভুবন,
পশু পক্ষী নর জীব সমুদয়,
তৃণলতা আর পাদপ নিচয়,
চিহ্ন মাত্র কারো রবেনা ভবে।

তখন জানিবে অকৃতজ্ঞ নর,
কত শক্তি দেহে ধরে দিবাকর,
ঘুচিবে তখন বৃথা দোষারোপ,
গালি অপবাদ পাইবে বিলোপ,
জ্বালা নাহি আর ভুগিতে হবে।”

বলিতে বলিতে আরক্ত-লোচন,
ক্রোধে কাঁপে অঙ্গ না সরে বচন,
ছুটিল শোণিত শিরায় শিরায়,
সভাপানে রবি ঘন ঘন চায়,
বিশ্ব-সংহারক মূরতি ধরি।

সভাস্থ সবাই, ভয় পেয়ে মনে,
রহিলা নীরব আনত আননে,
কতক্ষণ পরে শমিলা তপন,
আরম্ভিলা পুনঃ কাহিনী আপন
মৃদুল মধুর সুতানে মরি!

“বিনা যুক্তি যদি করি হেন কাজ,
তোমরা সবাই দিবে মোরে লাজ,
বন্ধুভাবে যাহা দিবে উপদেশ,
পালিব তাহাই বলিনু বিশেষ,
কভু নাহি হবে অন্যথা তার।

থাকিতে সময় কার্য্যে দিলে মন,
অবশ্য অবশ্য হইবে সাধন,
সুযুকতি তেঁই দেহ সবে মোরে,
যে উপায়ে মম মনস্কাম পূরে,
জুড়াই তাপিত প্রাণ আমার।”

চতুর্থ অঙ্ক।

বলি রবি নীরবিলা ; কুপিত পবন
না পারে ধরিতে ধৈর্য্য, চাহে প্রকাশিতে
স্বীয় অভিপ্রায় সভাসদগণ মাঝে।
অপরে ধরিয়া নিবারিলা তারে, তবু
লাগিল গর্জ্জিতে, গর্জ্জে যথা বিষধর
আবদ্ধ হইলে পেটি-মাঝে। ধীরি ধীরি
দাঁড়াইল মন্ত্রীবর, কৃতাঞ্জলিপুটে
কহিলা সবারে—“শুনিলে বারতা সবে
কেমনে জ্ঞানান্ধ নর, কর্ম্মফল নাহি
জানি, দিবাকরে করিয়াছে অপমান,
ঘোষিয়াছে অপবাদ অকথ্য ভাষায়।

প্রতিশোধ হেতু বিহিত বিধান কিবা?
স্বীয় মতামত ইথে করহ প্রকাশ।”
বলি স্থান নিলা মন্ত্রীবর ; দর্প করি
আরম্ভিলা তারস্বরে পবন তখন।
যথা যবে রুদ্ধ প্রবাহিনী ছিদ্র পথ
লভি প্রবল তরঙ্গে ধায় ভীমরবে।
‘ সত্য সখে দিনকর হয়েছে স্মরণ
মম অতি সত্য কথা। বিশ্বপতি আজ্ঞা
—অলঙ্ঘ্য অখণ্ড যাহা এ তিন ভুবনে—
পালন কারণ আমারও গতি স্থির
নহে কভু, দশ দিকে বিহরিতে বাধ্য
আমি, উত্তর দক্ষিণ পূরব পশ্চিম
আদি। শীতকালে মোরে হিমাচল হ’তে
দক্ষিণে ধাইতে হয় ; হিমাদ্রি সংসর্গে
সুশীতল হয় অঙ্গ মম, লৌহ যথা
চুম্বক পরশে লভে শক্তি আকর্ষিণী।
ক্ষুদ্র প্রাণ নর তেঁই হয়রে কাতর,
বৃথা রোষ করি মম ঘোষে অপযশ।
করেছে অন্যায়, অতি গুরু অপরাধ।
উদিল না স্মৃতিপথে বারেকের তরে
কত বল ধরে অহো! চঞ্চল পবন?
জানে নাকি তারা এই অচল ভূধর

সমূলে উপাড়ি, রেণুসম চূর্ণ করি
নিমেষে মিশাতে পারি সমভূমি সহ !
ভুলেছে কি তারা হায় ! কি আর বর্ণিব,
সুবিশাল মহীরুহ না পারে আঁটিতে
মোরে, কড় মড় শব্দে কোটি খণ্ড করি
ফেলিয়াছি দূরদেশে। অকূল সাগর
বক্ষোপরি তুলি তার পর্ব্বত প্রমাণ
উত্তাল তরঙ্গমালা, লণ্ডভণ্ড করি
আমি বাহুবলে মোর ; শতপ্রাণী পূর্ণ
সুদৃঢ় অর্ণবপোত দাপটে আমার
করিয়াছি চুরমার কে করে নির্ণয় ?
ভীতিপ্রদ সুনিবিড় ঘোর বনজাল
ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছি আঁখির পলকে।
মাঝে মাঝে ভীমরবে করিয়া হুঙ্কার
ধূলিসাৎ করিয়াছি শত জনপদ।
দেখেনি প্রতাপ মোর মরুভূ মাঝারে
তপ্ত বালুকণা যথা দশদিকে করি
বিক্ষেপণ, ছাইয়াছি ব্যোম মহীতল
পৃথিবী, সলিল, গৃহ, পাদপ, আকাশ,
করিয়াছি একাকার দৃশ্য বিভীষণ ?
ভুলেছে এ সব ; ভাল, দেখিব কেমন
(নিজ অপমান হেতু নাহি করি রোষ)

বিনাদোষে দূষিয়াছে সখায় আমার।
শুন সখা কমল-জীবন, সভাজন
শুনহ সকলে, উপযুক্ত কাল এবে
উপনীত দ্বারে, আর বিলম্ব না সয়।
সাধ্যমত সমুচিত দিব প্রতিফল,
শুন কহি বিবরণ তার,—মাঝে মাঝে
হব আমি নিথর নিচল, করিব না
অঙ্গ সঞ্চালন, দোলাব না বিটপীর
সামান্য পল্লব, ছুটিবে সহস্র ধারে
ঘর্ম্মস্রোত দর দর মানব শরীরে—
ছুটে যথা রণভূমে রুধিরের ধারা
শত বাণে বিদ্ধ হ'লে সৈনিকের কায়—
আকুল হইবে জীবগণ। পরাক্রম
মম নর জানিবে তখন। পুনঃ কভু
করাল মূরতি ধরি ভীষণ হুঙ্কারে,
বহিব প্রবল বেগে বিদারি গগন,
উপাড়িব তরুলতা, লুটাব প্রাসাদ,
পাঠাইব শত প্রাণী শমন ভবন।
উড়াইব ধূলিকণা ফেলিব সজোরে
মানব বদনে তীক্ষ্ণ অগ্নিবাণ সম,
অন্ধকার হেরিবে ভুবন, শ্বাসরোধ
বাক্‌রোধ হবে ক্ষণতরে। পুনঃ কভু

খেলিব নূতন খেলা, ঘুরিতে ঘুরিতে
মহাবেগে যাব স্থানান্তরে, সাথে করি
ধূলিরাশি, শুষ্কপত্র, তরুশাখ আদি,
নদী, বন, জনপদ পড়িলে সমুখে
লণ্ড ভণ্ড করি ধ্বংস করিব সকল,
নিস্তার না হবে কারো. ক্ষুদ্র পশু যথা
হারায় পরাণ পড়ি বাঘিনীর মুখে।
তখন জানিবে নর বাহুবল মোর,
কি সুখ নিন্দিলে অন্যে জানিবে তখন,"
এত বলি স্থির হৈলা চঞ্চল পবন।

পঞ্চম অঙ্ক



পবনেরে উপবিষ্ট হেরি সভাজন,
ধন্য ধন্য ধন্য রবে,
করতালি দিয়া সবে,
প্রশংসা করিল বহু পবনে তখন।

সাধু সাধু বলি রবি প্রফুল্লিত মনে
কহিলা "ভাবিয়াছিনু
সত্য বুঝি না পারিনু
ঘুচাতে মনের খেদ আর এ জীবনে।

কিন্তু শুনি পবনের উত্তেজক ভাষ,
মনে আশা সঞ্চারিল,
দুর্ভাবনা দূরে গেল,
বাড়িল সাহস এবে অন্তরে উল্লাস।

ভাগ্যবান মম সম এ বিশ্বে কে আর?
সমীরণ সখা যার,
কিসের ভাবনা তার,
কিবা আছে অন্তরায় কি অলব্ধ আর?"

বলি নিজাসনে পুনঃ বসিল তপন;
মন্ত্রীবর মহামতি
উঠি শত করি স্তুতি,
কহিলা "মোদের আজি সার্থক জীবন।

একাকী পবন হ'তে হইবে যে কাজ
পূরিবে রবির কাম,
বাড়িবে মোদের নাম,
পাইবে উচিত ফল মানব সমাজ।

ক্ষুদ্র প্রাণ মানবের দশা ভাবি হায়!
মনে কিন্তু ব্যথা পাই,
কি করিব ভাবি তাই,
সত্য বুঝি ধরাতল রসাতলে যায়।

বিশ্বপাতা বিধাতার সৃষ্ট মহীতল
হয় যদি ছারখার,
দোষ হবে সবাকার,
বাড়িবে কলঙ্ক হবে বিষময় ফল।

প্রশমি কিঞ্চিৎ তেঁই শুনহে পবন,
লহ প্রতিশোধ সবে,
দেখাও মানবে ভবে;
যথা কর্ম্ম তথা ফল বিধির লিখন।"

বলিয়া বসিল মন্ত্রী আপন আসনে
দাঁড়ায়ে সলিল পরে,
সুধীর গম্ভীর স্বরে
বলিতে লাগিল হেন সম্বোধি তপনে

"সত্য সখা বিধাতার নিয়ম শৃঙ্খলে
তোমা সবাকার মত
বাঁধা আছি অবিরত
তেঁই ধরি নানা গুণ নব নব কালে।

যখন পঞ্চম ঋতু আইসে ধরায়
আমার বচন শুন,
ধরি আমি হিম গুণ,
সাধিয়া আপন কাজ তুষি বিধাতায়।

ইথে কিন্তু নরগণ বৃথা রোষ ভরে
নিন্দা করে কুৎসা গায়
কি আর বলিব তায়,
রটায় কুযশ শত গালি দেয় মোরে।

হাস্য করি বলে মোর উঠেছে দশন,
আরো কত করি ব্যঙ্গ,
কহে পরশিলে অঙ্গ
করে আমি করি নাকি ভীষণ দংশন।

অনাদর করি মোর নিকটে না আসে
অল্পমাত্র করি পান
পরিহরি নিত্য স্নান
ঘোষে অপবাদ মম জগত সকাশে।

দহিয়াছে এতদিন অন্তর আমার
দুঃখানলে দিবানিশি
হায় যথা তুষরাশি
জ্বলে ধিকি ধিকি, নাহি নিস্তার এবার

নিজ নিন্দা হেতু নাহি গণি অপমান
নরপাশে দিনকর
সমীরণ মিত্রবর
পেয়েছে লাঞ্ছনা তেঁই বিদরে পরাণ।

ভুলেছে কি মূঢ় নর প্রতাপ আমার?
ভুলেছে সেদিন হায়!
যবে আমি এ ধরায়
বরষি মূষল ধারে ভাসানু সংসার?

ডুবিল ভূতল, আর ডুবিল প্রান্তর,
কুটীর, প্রাসাদ আদি,
গহন, কানন, নদী,
ডুবিল আবার তুঙ্গ হিমাদ্রি-শিখর।

একাকার হ'ল সব ভীষণ প্লাবন,
পশুপক্ষী প্রাণীচয়,
যুগ্ম ভিন্ন হ'ল লয়,
নর নামে দুই জন পাইল জীবন।

ভুলেছে এসব ভাল, মম কোপানলে
পুনঃ পড়িয়াছে নর,
কে রক্ষিবে অতঃপর?
রাখিবনা মানবের লেশ মহীতলে।

মহান প্লাবনে পুনঃ নিখিল সংসার
নিমিষে ডুবাতে পারি
নতু রথা প্রাণ ধরি,
তখন বুঝিবে নর শকতি আমার।

মন্ত্রীবাক্য শিরোধার্য্য তেঁই সভাজন
অল্পমাত্র প্রতিফল
দিয়ে নরে, হৃদিতল
জুড়াব কিরূপে শুন কহি বিবরণ।

তপন তাপিত নর পিপাসা অনল
যবে নিবারণ আশে
আসিবে আমার পাশে,
হতাশ করিয়ে তৃষ্ণা বাড়াব কেবল।

ঘৃতাহুতি দিলে যথা জ্বলন্ত অঙ্গার
দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে,
দ্বিগুণ স্ফুলিঙ্গ ছুটে,
সেইরূপ তৃষানল বাড়িবে তাহার।

আবরিত না করিব গগন মণ্ডল,
তা'হলে রবির করে,
আকুল হইবে নরে,
তপ্ত তাম্রসম তপ্ত হবে ধরাতল।

অথবা কখন ধরি জলদের বেশ,
ফোঁটা জল বরষিব
আরো তাপ বাড়াইব,
অধীর করিয়া আরো জ্বালাব অশেষ।

আবার কখন ঘন ঘোর মেঘজালে
ছাইব গগন আর
সুনিবিড় অন্ধকার
বেড়িবে জগত যথা অমানিশা কালে।

ভীমনাদে সেই সঙ্গে করি গরজন,
কাঁপাইব হিমাচল,
কাঁপাইব ধরাতল,
সহস্র কামান যথা নিনাদে ভীষণ।

খেলিব আনন্দে সৌদামিনী ল'য়ে অঙ্গে,
হাসিবে চপলা যবে,
মনু-আঁখি ঝলসিবে,
হেরিবে আঁধার, হিয়া আতঙ্কে পূরিবে

করকা আকার পুনঃ করিয়া ধারণ,
সবেগে ভূতলে পড়ি
বৃক্ষ লতা গৃহ বাড়ী
কত যে করিব নাশ কে করে গণন।

আর এক নব খেলা অপরূপ সাজে,
খেলিব মানব সহ
যবে তৃষা দুর্ব্বিষহ
পীড়ন করিবে ঘোর মরুভূমি মাঝে।

দীঘি সরোবর বেশ করিয়া ধারণ,
পুরোভাগে বিরাজিব,
নরে ভ্রান্তি জন্মাইব,
ধাইলে আমার পানে হব অন্তর্দ্ধান।

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকর, পিপাসা প্রবল,
তাহে ভগ্নমনোরথ
হ'য়ে হারাইবে পথ
বিপাকে পড়িয়া নর হইবে বিকল।

অকূল বারিধি মাঝে আবর্ত্ত ভীষণ
নিরমিয়া কত শত,
আকর্ষি অর্ণবপোত
ডুবাইব কেন্দ্রস্থলে সহপ্রাণিগণ।

কভু পুনঃ ঘূর্ণমান স্তম্ভরূপ ধরি
গভীর নির্ঘোষে বেগে
ধাব যবে যেই দিকে
বিনাশিব যত কিছু চুরমার করি।

আরো যে কতই রূপে মুগ্ধ নরচয়
অশেষ যন্ত্রণা পাবে
সদা মনোদুঃখে রবে
বিস্তারিত বর্ণিবার এ নয় সময়।"

ষষ্ঠ অঙ্ক।

বলিয়া সলিল হইল নীরব,
সুধীরে বসিলা স্বীয় আসনে,
সাধু সাধু রোল সভার ভিতর
উঠিয়া ছুটিল আকাশ পানে!

হরষে সবাই দিয়ে করতালি,
ধন্য ধন্য রবে মাতাল দিশি,
সেনাগণ যথা জিনিয়া সমর
জয় জয় রবে মাতায় দিশি।

বহিল আনন্দ-প্রবাহ প্রবল,
হইল অন্তর আনন্দময়,
তপন নয়নে আনন্দের ধারা
ভাসায়ে চলিল কপোলদ্বয়।

"ধন্য আমি লভি বান্ধব সলিলে,"
বলি দিবাকর কহিলা সবে,
"হইলাম সুখী পূরিবে বাসনা
মনের বেদনা আর না রবে।

মম হিত তরে সভা মাঝে আর
থাকে যদি কারো বাসনা মনে
আশাকরি, ত্বরা স্বীয় অভিপ্রায়
প্রকাশি কৃতার্থ কর তপনে।"

নীরবিলা রবি হেরি মন্ত্রীবর
উঠি ধন্যবাদ সলিলে দিল,
দিনকর পানে চাহি পুনরায়
হরষ অন্তরে হেন কহিল,—

"দিনপতি এবে পূরিল নিশ্চয়
অভিলাষ তব সলিল হ'তে,
আমা সবাকার বাড়িল সম্মান
ধন্য আজি মোরা ধন্য জগতে।

যথাবাক্য কার্য্য করিলে সলিল
যোগ্য প্রতিফল পাইবে নরে,
বুঝিবে তখন ফলে কিবা ফল
বিনা অপরাধে নিন্দিলে পরে।

নিজাসনে মন্ত্রী বসিলা নীরবে,
নিস্তব্ধতা রাজ্য মেলিল তথা;
ক্ষণকাল মৌন রহিল সবাই
নির্বাত নিষ্কম্প প্রদীপ্ত যথা।

কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি ধীরি ধীরি
কহিতে লাগিল মশকরাজ,—
"দিনপতি, মন্ত্রী, সভাজন শুন
মম সাধ্যে যাহা হইবে কাজ।

জীবের অধম মানব যতেক
হিতাহিত জ্ঞান কিছুই নাই,
নহিলে আবার কোপানলে মম
ভ্রমেও কখন পড়িত নাই।

ভুলেছে প্রাচীন বিশ্বখ্যাত কথা,
পাপী নমরুদ দুর্ম্মতি বীর
অহঙ্কার মদে মাতি যবে ঘোর
বিধাতা বধিতে হানিল তীর।

মমহস্তে ভুগি নরক-যন্ত্রণা
অকালে পরাণ হারাল হায়!
উদিল না তাহা বারেকের তরে
নর স্মৃতি পথে কি কব কা'য়।

শুনেছি জরক্ষি পারস্য নৃপতি
 গীরিস বিজয় করণ আশে
করিলা সংগ্রহ বীর সেনাদল
 অসংখ্য অগণ্য মন উল্লাসে,

শতগুণে তার, সংখ্যা নাহি যার
 আছে প্রজাপুঞ্জ অধীনে মম
তামসী নিশায় যথা তারাকুল,
 অথবা সৈকতে বালুকাসম।

এক এক এরা যমের দোসর,
 পরিত্রাণ নাহি এদের কাছে ;
তীক্ষ্ণ অস্ত্র হুলে সজ্জিত সবাই
 হানিলে বারেক রক্ষা কি আছে ?

আর শুন এরা গুণধর কত
 স্বকার্য্য স্বাধনে নিপুণ অতি,
অরি ভয়ে এরা নহে সশঙ্কিত
 বঞ্চনে বরঞ্চ প্রস্তুত মতি।

মম অধিকারে আছে যত প্রজা
 জানাব সংবাদ পাঠায়ে দূতে,
সাধ্যমত সবে পাইবে প্রয়াস
 প্রতিশোধ দিতে মানব সুতে।

সারাদিন শ্রমে অবশ শরীর
যখন মানব বিরাম আশে,
সুখময়ী নিদ্রা অঙ্কে পাতি শির
করিবে শয়ন মন উল্লাসে।

প্রজাগণ মম বন্ বন্ রবে
দৃঢ় করি হুল সামনে আসি,
নিঃশব্দে বসিয়া মানব শরীরে,
বিঁধিবে সজোরে হুলের রাশি

নিদ্রা হবে ভঙ্গ হইবে অসুখী
দংশন জ্বালায় অধীর হবে,
ছটফট করি সারারাতি হায়
বিষাদ সাগরে ডুবিয়া রবে।

পুনঃ যদি অরি করি ব্যবধান*
নির্ভয় হৃদয়ে শয়ন করে
বৃথা আশা! মম সুচতুর প্রজা
অরিবৃন্দে কভু ভয় না করে।

*মশা + অরি = মশারি।

শৃগাল প্রহরী হেরি মৃগরাজ,
কভু কি অন্তরে আতঙ্ক গণে ?
মত্ত করী হেরি মণ্ডুক প্রহরী
কখন কি কভু রহে শাসনে ?

অরি-বশ-মন্ত্রে দীক্ষিত উহারা
স্বকার্য্য উদ্ধার সামান্য কথা,
বিশেষ মানব-শোণিতে ওদের
লালসা ভীষণ শার্দ্দুল যথা।

এরূপে অবোধ মানব নিচয়
দিবস সর্ব্বরী দুঃখিত রবে ;
অভীষ্ট রবির হইবে পূরণ
মোদের জীবন সার্থক হবে।"

এত বলি ধীরে আপন আসনে
মশক-সর্দ্দার বসিল যবে,
সভার ভিতর হর্ষে সাধুবাদে
মনোগত ভাব জানাল সবে।

পরক্ষণে উঠি মৎকুন রাজ
কহিতে লাগিল গম্ভীর স্বরে,—
"শুনহে তপন, শুন সভাজন
জ্বালাব মানবে কেমন করে।

আমার অধীনে আছে যত প্রজা
কে পারে করিতে নির্ণয় তার,
অগণন যথা পত্র তরুদলে
অথবা সাগরে জীবসম্ভার।

এক এক এরা কৃতান্তের চর,
গুপ্ত বর্ম্ম হুলে সজ্জিত সদা,
জ্বালায় অধীর হইবে মানব
বারেক শরীরে হানিবে যদা।

আর এক অতি অপরূপ গুণে
ভূষিত সুন্দর প্রজারা মম,
জানিলে সামান্য ভয়ের কারণ,
অদর্শন হয় তড়িত সম।

এই এই বলি অন্বেষিলে তারে
কেবা দেখা পায় কোথায় যায়
আবার চকিতে দেয় দরশন
হানি তীক্ষ্ণ হুল পুনঃ পলায়।

আয়াস জনিত গুরুদেহ ভার
লাঘব মানসে মানব যবে,
কোমল শয়নে করিয়ে শয়ন
ভাবিবে সুখেতে প্রভাত হবে।

ধীরি ধীরি কিন্তু মম প্রজাগণ
আসি নিদারুণ হানিবে হুল,
সুখের স্বপন ভঙ্গ হবে তার
বিষম জ্বালায় হবে আকুল।

মম প্রজাদের বিনাশ কারণ
উপায় বিধান করিবে শত,
ক্ষয়ে বৃদ্ধি পাবে বিধির কৃপায়,
পুরুভূজ সম নাশিবে যত।

এদের জ্বালায় সুখময়ী নিশা
কালনিশাসম হইবে জ্ঞান,
পাইবে তখন যোগ্য প্রতিফল,
চিরদুঃখানলে দহিবে প্রাণ।"

বলি ক্ষান্ত হৈলা মৎকুনরাজ
নীরবে বসিলা স্বীয় আসনে,
ধন্য ধন্য রবে যত সভাজন
প্রশংসিলা বহু পুলক মনে।

পিপীলিকা রাজা উঠি অতঃপর
কহিলা প্রকাশি ধীর বচনে,—
"প্রতিশোধ হেতু করিব যে কাজ
শুন কহি সবে নিবিষ্ঠ মনে।

বিটপী লেখনী, মসী পারাবার,
অম্বর যদ্যপি কাগজ হয়,
সময় লেখক তবু কি সম্ভব
করে সংখ্যা মম প্রকৃতি চয় ?

ধারাল এদের আছে দুই দাঁড়
বাহিরয় প্রাণ দংশনে যার,
দূতমুখে আজি পাঠাব সংবাদ
জ্বালাইতে নরে নানাপ্রকার।

তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি রয়েছে এদের,
এইগুণে নরে জ্বালাবে অতি,
কিরূপে তাহার শুন বিবরণ
হয়েছ সবাই উৎসুক মতি।

এ সময় নর সুখাদ্য বিবিধ
পায়স পোলাও সন্দেশ আর,—
কত যে রচিবে কে করে গণন
করিতে হরষ মনে আহার।

মম প্রজা ভয়ে লুকায়ে যতনে
রাখুক যথায় বাসনা হায় !
ঘ্রাণশক্তি-বলে করি অন্বেষণ
প্রজারা আমার ভক্ষিবে তায়।

ভীষণ সমর অবসানে যথা
শকুনি, গৃধিনী, শিবা, কুকুরে,
রাশি রাশি মৃত সৈনিক আমিষে
মহা কুতুহলে উদর পূরে।

সাধের মিষ্টান্ন নষ্ট হ'ল দেখি,
কুপিত হইবে মানব অতি,
মুখের আহার করিলে হরণ
কোপানলে সর্প জ্বলে যেমতি।

স্বভাব ওদের উগ্র ভয়ানক,
সামান্য কারণে ক্রোধান্ধ হয়,
অপরাধী জনে পাইলে নিকটে
দংশনে করয় প্রাণ সংশয়।

ওহে দিনপতি শুন বিবরণ
প্রজাগণ মম এরূপ কত,
জ্বালায়ে অবোধ মানব নিচয়ে
প্রতিশোধ লবে কহিব কত।"

অতঃপর উঠি সরীসৃপরাজ
তর্জ্জন গর্জ্জনে কহিলা হেন,
ক্রোধে কাঁপে অঙ্গ আরক্ত লোচন,
নিশ্বাস বহিছে ঝটিকা যেন।

"শুনিয়া সভায় ধৃষ্টতা নরের
ক্রোধানলে মম দহিছে দেহ,
ইচ্ছা হয় ধরা করি ছারখার,
নর নামে যেন না রহে কেহ।

হতভাগ্য নর চেনেনা আমায়,
জানেনা আমার শকতি কত
সর্প, বিছা আদি তীব্র বিষধর
অধীনে আমার রয়েছে শত!

দংশন তাদের তীব্র জ্বালাময়
উগারে গরল বিষাক্ত আর
মুহূর্ত্তে জীবন পায়রে বিনাশ
কণামাত্র অঙ্গে পরশে যার।

শীতকালে তারা রহে নিদ্রালসে
বসন্ত আগমে জাগ্রত হয়,
জানাব সকলে যেন এসময়
দংশনে মানবে জন্মায় ভয়।

বিষের জ্বালায় হইবে কাতর,
ভবলীলা কারো হইবে শেষ
বৃথা নিন্দাহেতু অধম মানব
ভুগিবে তখন শাস্তি বিশেষ।"

সপ্তম অঙ্ক।

সরীসৃপ রাজ যবে বসিলা আসনে,
সমস্বরে সাধুবাদ কৈল সভাজনে ;
প্রশংসিল বন্ধু সবে করতালি দিয়া
উঠিল অপূর্ব্ব রব গগন ভেদিয়া।
ক্ষণপরে প্রশমিলা পারিষদগণ
জীবিত পাষাণ মূর্ত্তি হায়রে যেমন।
অথবা হইলে গত ঝটিকা ভীষণ
জগত নিস্তব্ধ যথা শান্ত দরশন।
মন্ত্রীবর মুখচন্দ্র পানে দিবাকর
চাহিতে লাগিল ঘন হরষ অন্তর।
তৃষিত চাতক যথা সতৃষ্ণ নয়নে
নবীন নীরদ হেরি চাহে হৃষ্টমনে।
অতঃপর ধীরি ধীরি উঠি মন্ত্রীবর
কহিতে লাগিল হেন সবার গোচর,—
"দিননাথ, মনোস্কাম সিদ্ধ আজি তব,
তব দুঃখে দুঃখী হেরি সকল বান্ধব ;
নাশিতে তোমার দুঃখ সবে একমত
প্রতিফল নরে সবে দিবে সাধ্যমত।

বিধাতার ন্যায় পূর্ণ অবনী মাঝার
কি সাধ্য কাহার কেহ করে অপকার ?
অবোধ মানব তেঁই নিজ কর্ম্মফলে
নিরন্তর দহে দীপ্ত বিষাদ অনলে।
ভবিষ্য ভাবনা শূন্য এদের অন্তর,
বর্ত্তমানে সুখ-সরে ভাসে নিরন্তর।
বিবেচনা শক্তি যেন পাইয়াছে লয়,
অন্যায় দুষ্কর্ম্মে তেঁই দিতেছে প্রশ্রয়।"
নীরবিলা মন্ত্রীবর হেরি দিনকর
সস্মিত বদনে দাঁড়াইল অতঃপর।
অনিমেষ নেত্রে সবে সম্বরি নিশ্বাস
নিরখিছে রবিমুখ—অন্তরে তরাস।
জলদ গম্ভীর স্বরে আরম্ভিলা রবি
অপূর্ব্ব প্রভায় উজলিল মুখছবি।
"মন্ত্রীবর, বন্ধুগণ কি বলিব আর
শুনিয়া আশ্বাস বাণী হৃদয় আমার
পূরিল পুলকে ; আশা হইল পূরণ
জুড়াল অন্তর দাহ, সন্তাপ ভীষণ ;
সবাই হৃদয় খুলি মম হিত তরে
প্রকাশিলে অভিপ্রায় সরল অন্তরে।
আমি নিজে কি করিব করি বিবরণ
সভাভঙ্গ করিবারে করেছি মনন।"

বলি রবি নীরবিলা ; মন্ত্রী মহাজন
"হইনু পরম প্রীত" বলিলা বচন ।
"একে একে সবাকার মনোভাব শুনি
সাধ ছিল শুনিবারে দিনমণি বাণী ।
মিটিল সে সাধ এবে প্রীত হৈল হিয়া
করিবে কি কাজ রবি কহ বিবরিয়া ।"
মধুর কর্কশ স্বরে রবি আরম্ভিলা,
সমস্বরে শত শিখী নাদিয়া উঠিলা ।
শীতকালে মোরে নর কহিত নিস্তেজ
দেখাব এবার আমি ধরি কত তেজ ।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরি না হতে প্রহর
ধরায় ছড়াব মম জ্যোতির্ম্ময় কর ।
মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড তেজ করিব প্রকাশ,
দহিব জগত, জীবে লাগাইব ত্রাস ।
উত্তপ্ত হইবে ধরা তপ্ততাম্র প্রায়
চরণ ধরিতে এতে হবে বড় দায় ।
আমার প্রতাপে পশু হইয়ে আকুল
ধাইবে যথায় পাবে ছায়া সুপ্রতুল ।
ফণীধর প্রবেশিবে গহ্বর মাঝার,
নারিবে সম্মুখী ভেকে করিতে সংহার,
পত্রদলে বিহঙ্গম আবরি শরীর,
বিষাদে নীরবে ধ্যান করিবে গভীর ।

বিকচ নলিনী দলে লুকাবে ভ্রমর,
ভুলিবে অপূর্ব্ব তার সুমধুর স্বর।
তরুলতা মম তেজ করি পরশন
ভয়ে ভীত হয়ে যেন হারাবে চেতন।
দর দর স্বেদ ধারা বহিবে প্রবল,
ওষ্ঠাগত প্রাণ নর হইবে বিকল।
দারুণ তৃষ্ণায় প্রাণ হইবে বাহির,
আমার দাপটে আরো হইবে অস্থির।
আলস্য, ঔদাস্য হবে অঙ্গের ভূষণ,
হেলায় কাললহরী করিবে গণন;
রচিবে বিবিধ খাদ্য ভোজন কারণ,
তৃপ্ত নাহি পাবে রবে বিষাদিত মন।
শয়নে মানব নাহি লভিবে বিরাম,
ভ্রমণে অসুখী চিত রবে অবিরাম।
জলাধার হ'তে আমি শুষিব সলিল,
নির্ম্মল সুমিষ্ট বারি হইবে আবিল।
বাধ্য হয়ে নরে তাহা করিবেক পান,
নানা সংক্রামক রোগে হারাবে পরাণ।
সংক্ষেপে করিব যাহা দিনু পরিচয়,
বিস্তারিয়া বর্ণিবার এ নয় সময়।
যোগ্য প্রতিফল যাহে পায় নরগণ
অনুষ্ঠানে ত্রুটী নাহি হবে কদাচন।"

বলি রবি নীরবিয়া বসিলা আসনে,
হর্ষধ্বনি করতালি হইল সঘনে।
মন্ত্রীবর উঠি তবে কহিল সবায়—
"পুলকে পূরিল হিয়া রবির কথায়;
যে কাজ করিতে সবে করিলে মনন,
আচরিলে যোগ্য শাস্তি পাবে নরগণ।"
"তথাস্তু" বলিয়া সায় দিল সভাজন
সভাভঙ্গ হৈল সবে হরষিত মন।

সম্পূর্ণ।

দেবলা।

অতি মনোহর ঐতিহাসিক কাব্য।

বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক মৌলবী ওসমান আলি বি, এল, সাহেব ভারত-ইতিহাসরূপ উদ্যান হইতে কতিপয় সুরভি কুসুম চয়ন করিয়া এই মনোরম কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহার রচনা এমনই প্রাঞ্জল, মধুর ও হৃদয়গ্রাহী যে, একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া পারা যায় না। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যথাযথরূপে বিবৃত থাকায় ইহা সকলের অতি আদরণীয় হইয়াছে।

আমাদের সুধাকর, প্রচারক ও ইসলাম প্রচারক পত্রিকা এবং মুসলমান কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন; তদ্ভিন্ন হিন্দু পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহ এবং হিন্দু কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণও ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে নিম্নে দুই চারিটির উল্লেখ করা গেল।

নব্যভারত লিখিতেছেন :—

গুজরাটের রাণী কমলাদেবী ও তাঁহার দুহিতা দেবলাদেবীর আখ্যান অবলম্বনে লিখিত। বাঙ্গালার জনসংখ্যার প্রধানতঃ দুই অংশ, হিন্দু ও মুসলমান। এই দুই অঙ্গের সম্মিলিত চেষ্টা ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে না। বড়ই সুখের বিষয়, শিক্ষিত মুসলমান বন্ধুগণ বাঙ্গালাভাষার অনুশীলনে মনোযোগী হইতেছেন। লেখকের বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইলাম।

সময় লিখিতেছেন :—

এই কাব্যের রচনা অতি প্রাঞ্জল ও ওজোগুণ বিশিষ্ট। শিক্ষিত মুসলমান কেন, একজন হিন্দু বাঙ্গালীর পক্ষেও এরূপ রচনা প্রশংসনীয়। লেখা পাঠ করিা জানা গেল মৌলবী সাহেব বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ শিক্ষিত।

* * * * *

শিয়ালদহের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

I am very much obliged for your kind present of the little book DEVALA. Allow me to say that your attempt to express your thought in Bengali Poetry is very laudable indeed ; you are yet young. I hope in the fulness of time you will be a recognized poet in Bengal.

রাঁচির মুন্সেফ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

I went through the book and liked many portions of it very much. Although those are not high poetic flights yet the book does indicate the latent potentialities of an inborn poet. May God spare you long to serve our Bengali language in this line with reputation to yourself and pleasure to the public.

এই পুস্তকের মূল্য আট আনা স্থলে ছয় আনা করা গেল। যাঁহারা এই দেবলা ও অলোকসভা একত্রে লইবেন তাঁহাদিগকে আট আনায় দুইখানি পুস্তকই দেওয়া যাইবে।

খয়রাত্ আলী।

বড়বাজার, মেদিনীপুর।